সাপ্তাহিক পত্রিকা
পজিটিভ বার্তা
ইতিবাচক ভাবনা, ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে ইতিবাচক মানসিকতা

Vol. 1, Issue 25, PRGI No. - TRBEN/25/A0426, Website : www.positivebarta.com Email : positivebartadigital@gmail.com Price Rs. 5.00

প্রথম বর্ষ | ২৫তম সংখ্যা | সংবাদ সাপ্তাহিক | ১২ নভেম্বর ২০২৫ বুধবার | পশ্চিমবঙ্গ / ত্রিপুরা | মূল্য : ৫ টাকা

২০২৫ এর একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পিপিএনবি ■ প্রতীক্ষা শেষে। ২০২৫ এর একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত এসএসসি,র একাদশ, দ্বাদশে নিয়োগ ইশ্যারবিউনের পরি যয়াই গুরু ১৭ নভেম্বর বহু প্রতীক্ষিত পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হলো। ২০২৫-এর একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে ৭ নভেম্বর। তবে দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষার্থীরা ফলাফল দেখতে না পাওয়ায় দুঃখ-আক্ষেপ কাটল এক রাতিতে। এসএসসি সূত্রের খবর, একাদশ ও দ্বাদশের প্রায় সওয়া দু'লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর ফলাফল আপলোডের সঙ্গেই গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়াও চলছে। ফলে রাত পর্যন্ত বহু প্রার্থী ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পাননি। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, কমিশনের ওয়েবসাইট ক্র্যাশ করে গিয়েছে। এসএসসি কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, রাত ১২টার পর থেকে রেজাল্ট অনেকে দেখতে পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত এপ্রিলে খারিজ হয় ২০১৬-এর এসএসসি,র প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক,শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ। এর মধ্যে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৭,২০০। তাঁদের মধ্যে 'টেন্টেড'রা বাদ দিয়ে কেউ একাদশ,দ্বাদশ, কেউ নবম,দশম এবং কেউ দুটি স্তরেই শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় বসেছিলেন। বিশেষ করে পুরোনো 'নন,টেন্টেড' প্রার্থীরা অনেকটা রাত পর্যন্ত রেজাল্ট দেখতে না,পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন। 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকদের অনেকেরই ভবিষ্যৎ জড়িয়ে এই ফলের সঙ্গে। রাস্তায় আন্দোলন, আইনি লড়াই করেও হারানো চাকরি ফেরাতে পারেননি এই 'ননটেন্টেড'রা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো, পরীক্ষায় বসা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তাঁদের সামনে।

বন্দে মাতরম; একটি শক্তি, একটি স্বপ্ন, একটি সংকল্প, ১৫০ বছর পূর্তি

স্বপন ঘোষ – বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান সারা দেশ জুড়ে। হুগলির চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে বন্দেমাতরম ভবনে ৭ নভেম্বর 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৫০ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সাহিত্য সম্রাটকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন জেলার দেশপ্রেমী মানুষেরা। এই বন্দে মাতরম ভবনেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দ মঠ রচনা করেন। যখন তিনি হুগলিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি করতেন। বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তী লেখক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা তথ্য থেকেও জানতে পারা যায় হুগলির জোড়াঘাটের গঙ্গার পাড়ের এই বাড়িতেই তিনি আনন্দমঠ লেখা শুরু করেন। গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠ-এর অংশ হিসেবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। এই গান ভারতমাতাকে শক্তি, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে জাতীয় ঐক্য ও আত্মসম্মানের জাগরণ ঘটায়। ঐতিহাসিক এই মুহূর্তে দিল্লিতে দেশব্যাপী উদযাপনের পাশাপাশি ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ। জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ষব্যাপী এক উদযাপনের সূচনা হয় দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ৭ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এই বর্ষব্যাপী উদযাপন, যা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত। বন্দে মাতরম প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই বিশেষ দিনে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করা হবে এবং বন্দে মাতরমের সমবেত গানে অংশগ্রহণ করা হবে। গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠ-এর অংশে হিসেবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। এই গান ভারতমাতাকে শক্তি, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে জাতীয় ঐক্য ও আত্মসম্মানের জাগরণ ঘটায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ শুরু রাজ্য পুলিশে

পিপিএনবি ■ 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) নিয়ে জোর চর্চা শিক্ষা জগত থেকে শুরু করে সমাজের সব স্তরে।' মহারাষ্ট্রের আকোলা পুলিশ মাস দু'য়েক ধরে 'প্রজেক্ট ত্রিনেত্র' ব্যবহার করছে। লক্ষ্য, বিশেষ গাণিতিক মডেল ও মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে পুলিশি পরিষেবাকে আরও উন্নত, স্বচ্ছ ও নাগরিক-বান্ধব করে তোলা। প্রায় সে রকমই ভাবনাচিন্তা থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশও 'ভবানী ভবন'-এ বিশেষ 'এআই সেল' শুরু করেছে গত মাসের ২১ তারিখ থেকে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের হাতেই থাকবে এই সেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অর্থাৎ মাথায় থাকবেন তাঁর মতো একজন দক্ষ অফিসার। ২১ অক্টোবর ডিজি তাঁর অর্ডারে জানিয়েছেন, এআই প্রযুক্তির সঙ্গে পুলিশকে পরিচিত হতে হবে। যে সব 'বেস্ট প্র্যাক্টিস' রয়েছে তাতে দক্ষতা বাড়িয়ে কী ভাবে পুলিশি,পরিষেবার কাজে তা ব্যবহার করা যায় সে দিকে জোর দিতে হবে। এর পাশাপাশি, ওই অর্ডারে তিনি কিছু পাইলট এআই প্রজেক্ট শুরু করার নির্দেশও দিয়েছেন। একটি সূত্রের খবর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে পুলিশের দক্ষতা বাড়বে বলেই মনে করছেন শীর্ষ কর্তারা। নিখুঁত ভাবে করা সম্ভব হবে অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ই। এই পাইলট প্রজেক্টগুলি পুলিশ ডিরেক্টরেট-এর সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে করতে হবে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এমন কিছু কেস বাছা হবে, যেখানে এআই প্রযুক্তি তার সমাধানে কী কী ভাবে সাহায্য করছে নথিবদ্ধ করা হবে। সব দিক বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় তা তদন্তে শুধু সাহায্যই করছে না, সময় বাঁচাচ্ছে ও নিখুঁত হতেও সহায়ক, তা হলে তা কেসের প্রয়োজন মতো রাজ্যের সব থানাতেই শুরু করা হবে। তবে স্বাভাবিক ভাবেই যে প্রশ্নটি উঁকি দিচ্ছে যে প্রতিটি পুলিশ জেলায় আলাদা সাইবার থানা ও রাজ্য পুলিশের আলাদা সাইবার ক্রাইম ইউনিট থাকা সত্ত্বেও কেন এআই-এর জন্য আলাদা সেল খোলা হচ্ছে? এই বিষয়ে ডিজিপি কোনও মন্তব্য না করলেও পুলিশ সূত্রে খবর, এআই মানে তো শুধু সাইবার অপরাধ নয়। সেটা একটা অংশমাত্র। এই অর্ডারে জানানো হয়েছে পুরো সেলের তত্ত্বাবধানে চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন একজন এডিজি পদ মর্যাদার পুলিশ অফিসার। কো-অর্ডিনেশন, ফলো-আপ ও ডকুমেন্টেশনের জন্য মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে থাকবেন একজন আইজি, ডিআইজি বা এসপি পদ মর্যাদার অফিসার। এ ছাড়া দু'জন টেকনিক্যাল এক্সপার্টও থাকবেন। যদি প্রয়োজন হয় বাইরে থেকে তাঁরা অন্য আরও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারবেন। প্রতি ১৫ দিনে একবার করে মিটিং হবে এআই সেলের কাজের অগ্রগতি নিয়ে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শান্তিনিকেতন ই-হাট

স্বপন ঘোষ ■ গ্রামীণ শিল্প, সংস্কৃতি আর ডিজিটাল প্রযুক্তির হাত ধরে এবার পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার অর্থনীতিতে নতুন আশার আলো নিয়ে এল শান্তিনিকেতন ই-হাট। ৯ই নভেম্বর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ও ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে উদ্বোধন হল 'পজিটিভ বার্তা'-এর এক অভিনব উদ্যোগ শান্তিনিকেতন ই-হাট বা ই-মার্কেট প্রকল্প। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও পজিটিভ বার্তার কর্ণধার মলয় পীট রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই ই হাট প্রকল্প শুরু করলেন যা আগামী দিনে দুই রাজ্য ছাড়িয়ে সারা দেশে বিস্তার লাভ করবে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ই-মার্কেটিং হল ইন্টারনেট ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মতো কম্পিউটারভিত্তিক, নেটওয়ার্কযুক্ত পরিবেশে পণ্য ও পরিষেবার ধারণা, বিতরণ, প্রচার আর মূল্য নির্ধারণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া, যাতে বিনিময় সহজতর হয় আর গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করা যায়। ঐতিহ্যবাহী বিপণনের তুলনায় এর দুটি স্বতন্ত্র সুবিধা রয়েছে। ই-মার্কেটিং গ্রাহকদের আরও সুবিধা আর আরও প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করে ও এটি ব্যবসাগুলিকে পরিচালনার খরচ কমাতে সক্ষম করে ব্যবসাগুলি ই-মার্কেটিং এবং অনলাইন শপিং অফার করে, গ্রাহকরা তাদের কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন থেকে বাজারের তথ্য পেতে পারেন ও বাড়ি থেকে বের না হয়েই পণ্য কিনতে বা পরিষেবা খুঁজে পেতে পারেন চব্বিশ ঘণ্টা এবং সপ্তাহের সাত দিন। তারা ওয়েবে বা ই-মেইল থেকে বিজ্ঞাপন পড়তে পারেন, ই-কুপন পেতে পারেন, পণ্যের ছবি দেখতে পারেন, দাম তুলনা করতে পারেন এবং তাদের মাউসের কয়েকটি ক্লিকে কেনাকাটা করতে পারেন, যার ফলে একটি ইট-ও-মর্টার দোকানে ব্যক্তিগতভাবে কেনাকাটা করতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। একই সময়ে, ই-ব্যবসা বিতরণ চ্যানেল এবং ভৌত স্টোর স্পেসে খরচ কমাতে পারে আর এইভাবে গ্রাহকদের কাছে সঞ্চয় হস্তান্তর করতে পারে ই-মার্কেটিংকে কার্যকর ও দক্ষ করে তোলার জন্য, ই-ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপকদের অনলাইন গ্রাহক আচরণ, ই-মার্কেটিং কৌশল, ঐতিহ্যবাহী মার্কেটিংয়ের তুলনায় ই-মার্কেটিংয়ের খরচ ও সুবিধা, এবং ই-মার্কেটিংয়ের অসুবিধা ও আইনি বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। ই-মার্কেটিংয়ের খরচ আর সুবিধা ই-মার্কেটিং ঐতিহ্যবাহী মার্কেটিংয়ের তুলনায় বেশি প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করতে পারে কারণ ই-মার্কেটিং খরচ কমায় কারণ ভৌত স্টোর স্পেস বজায় রাখতে হয় না ও কৌশলগতভাবে সারা দেশে বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়ত, ইন্টারনেট উপলব্ধ থাকায়, ই-মার্কেটিং ক্রেতাদের পণ্য/পরিষেবা তথ্য অনুসন্ধান করতে ও তাদের সুবিধামত পণ্য কিনতে সক্ষম করে, কেবল দোকান খোলা থাকা অবস্থায় নয়। তৃতীয়ত, গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে ইন্টারনেট-ভিত্তিক প্রচারের খরচ ঐতিহ্যবাহী প্রচারের এক-চতুর্থাংশ, কারণ এতে কাগজ, মুদ্রণ, হ্যান্ডলিং এবং মেইলিংয়ের খরচ হয় না। চতুর্থত, ই-মার্কেটিং ক্রেতাদের জুতা, পোশাক, কম্পিউটার এবং অটোমোবাইলের মতো পণ্যগুলি ওয়েবে কাস্টম-বিল্ড করতে সক্ষম করে, যা প্রায়শই দোকানে পাওয়া যায় না। এই চিন্তাধারাকে মাথায় রেখে বাংলা ও ত্রিপুরার বেকার যুবক যুবতীদের রুটি রুজির ব্যবস্থা করতেই শান্তিনিকেতন ই হাটের শুভ সূচনা করলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পীট।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩১২০৪

শুশ্রূষা
(A UNIT OF SANTINIKETAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL)
চিকিৎসার অধিকার, সবার জন্য
"চিকিৎসার অভাব যেন আর কারও জীবনের আশা কেড়ে না নেয়"

আমাদের সমাজে অসংখ্য পরিবার আছে, যারা নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে মুমূর্ষু প্রিয়জনকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন না।
তাদের চোখের জল, অসহায় দীর্ঘশ্বাস- আমরা অনুভব করেছি হৃদয়ের গভীরে। এই ব্যথা নিরসনে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নিয়ে এসেছে এক মানবিক প্রতিশ্রুতি- ১০০ বেডের বিশেষ ওয়ার্ড, "শুশ্রূষা"। এখানে সমাজের প্রবীণ নাগরিকেরা অত্যন্ত সুলভ খরচে পাবেন উন্নতমানের সুচিকিৎসা। রাজ্যে, সম্ভবত, প্রথম কোন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমন মানবিক পদক্ষেপ।
আমাদের অঙ্গীকার- জীবনের শেষ দিনগুলোতেও কেউ যেন চিকিৎসার অভাবে বঞ্চিত না হন।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

আসুন, স্বাধীনতার এই দিনে আমরা সবাই মিলে প্রতিশ্রুতি দিই- মানুষের জন্য মানুষ হবো, চিকিৎসা হবে সবার অধিকার।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
+91 7679146447
+91 9434020950

সম্পাদকীয়

১০০ দিনের কাজের অন্তরালে

প্রায় তিন বছর ধরে বন্ধ বাংলায় ১০০ দিনের কাজ। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ গুলি বঞ্চিত হল ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্ত টাকা থেকে। সরকারি কাজে দুর্নীতি থাকবেই। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন দিল্লি থেকে দেশের কোন গরীব মানুষের জন্য যদি ১০০ টাকা দেওয়া হয় সেটা যখন সেই গরীব মানুষের কাছে পৌঁছবে তার পরিমান হবে ১ টাকা সরকারি স্তরে দুর্নীতি হচ্ছে অনেকটা রাজ কাপুরের বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা রাম তেরি গঙ্গা মৈলির মত। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের তরফে কোন গরীব মানুষের জন্য যতই উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা নেওয়া হোক না কেন তা তাদের কাছে পৌঁছনোর আগেই প্রায় শেষ হয়ে যায় বাংলার দ্রুত শুরু করতে হবে ১০০ দিনের কাজ, ৭ অক্টোবর এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট বাংলায় প্রায় গত তিন বছর ধরে 'মহাত্মা গান্ধীর রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রকল্প' ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। রাজ্যের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্র এই প্রকল্পে টাকা দিচ্ছে না। হাইকোর্ট হয়ে বিষয়টির জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। গত ২৭ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত রায় বহাল রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। মনরেগা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ বাংলায় শুরু করতে হবে দ্রুত, হাইকোর্টের সেই রায় বহাল রেখেছিল সর্বোচ্চ আদালত। দিকে গত তিন বছর ধরে এই প্রকল্প বন্ধ থাকায় কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া ৪ হাজার ৫৫৮ কোটি টাকা, এই দাবি করেছে রাজ্য। সেই অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে নতুন করে হাইকোর্টের আবেদন করে রাজ্য। শুক্রবার ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত মামলাটি ওঠে হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই এদিন ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আপাতত যত দ্রুত সম্ভব মনরেগা প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে বাংলায়। আর বকেয়া অর্থের বিষয়ে কেন্দ্র নিজের অবস্থান জানাতে হলফনামা দেবে আদালতে। আদালত রায় দিলেই সেই রায়ের প্রয়োগ হবে কিনা সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন।

ক্যান্সারকে হারিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি – মাত্র ১২ বছর বয়সে 'টি সেল লিম্ফোমা' নামের এক কঠিন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল নিমতা থানার উদয়পুর দক্ষিণের অদ্রিজা পাল। টানা ৮২টি কেমোথেরাপি, ৮ মাসের লড়াই আর অগণিত প্রতিকূলতা; কিছুই তাকে থামাতে পারেনি। আজ সেই অদ্রিজা উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারে রাজ্যে মধ্যে নবম স্থান অধিকার করে প্রমাণ করেছে, ইচ্ছাশক্তি আর জেদের কাছে হার মানে যেকোনো মারণব্যাধিও তার এই অসামান্য দৃঢ়তা ও সাফল্যকে কুর্নিশ জানাচ্ছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। আজ ব্যারাকপুর পুলিশ নিমতা থানায় তাঁকে সম্মাননা প্রদান করে জানিয়েছেন; ব্যারাকপুর পুলিশ পরিবার সবসময় অদ্রিজার পাশে আছে।

ই-মার্কেটিং-এর অন্দরমহল

স্বপন ঘোষ – ই-মার্কেটিং হল ইন্টারনেট আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মতো কম্পিউটারাইজড, নেটওয়ার্কযুক্ত পরিবেশে পণ্য ও পরিষেবার ধারণা, বিতরণ, প্রচার এবং মূল্য নির্ধারণের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া, যাতে বিনিময় সহজতর হয় আর গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করা যায়। ঐতিহ্যবাহী বিপণনের তুলনায় এর দুটি স্বতন্ত্র সুবিধা রয়েছে। ই-মার্কেটিং গ্রাহকদের আরও সুবিধা ও আরও প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করে আর এটি ব্যবসাগুলিকে পরিচালনার খরচ কমাতে সক্ষম করে। ব্যবসাগুলি ই-মার্কেটিং আর অনলাইন শপিং অফার করে, গ্রাহকরা তাদের কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন থেকে বাজারের তথ্য পেতে পারেন এবং বাড়ি থেকে বের না হয়েই পণ্য কিনতে বা পরিষেবা খুঁজে পেতে পারেন চব্বিশ ঘণ্টা এবং সপ্তাহের সাত দিন। তারা অবশ্যই ই-মেইল থেকে বিজ্ঞাপন পড়তে পারেন, ই-কুপন পেতে পারেন, পণ্যের ছবি দেখতে পারেন, দাম তুলনা করতে পারেন ও তাদের মাউসের কয়েকটি ক্লিকে কেনাকাটা করতে পারেন, যার ফলে একটি ইট-ও-মর্টার দোকানে ব্যক্তিগতভাবে কেনাকাটা করতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। একই সময়ে, ই-ব্যবসা বিতরণ চ্যানেল এবং ভৌত স্টোর স্পেসে খরচ কমাতে পারে ও এইভাবে গ্রাহকদের কাছে সঞ্চয় হস্তান্তর করতে পারে। ই-মার্কেটিংকে কার্যকর ও দক্ষ করে তোলার জন্য, ই-ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপকদের অনলাইন গ্রাহক আচরণ, ই-মার্কেটিং কৌশল, ঐতিহ্যবাহী মার্কেটিংয়ের তুলনায় ই-মার্কেটিংয়ের খরচ ও সুবিধা, এবং ই-মার্কেটিংয়ের অসুবিধা ও আইনি বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে হবে। অনলাইন গ্রাহক আচরণ – ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে অনলাইন ক্রেতারা মূলত সুশিক্ষিত, উচ্চ-আয়ের অধিকারী, বিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী ছিলেন। ২০০৩ সাল নাগাদ অনলাইন ক্রেতারা একটি বিস্তৃত জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করতেন, যাদের গড় বয়স ছিল চুয়াল্লিশ বছর এবং গড় বার্ষিক পারিবারিক আয় ছিল ৫৫,০০০। এই ক্রেতাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ছিলেন মহিলা এবং ৫০ শতাংশ ছিলেন কলেজ স্নাতক। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের ২০০৪ সালের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৩ সালে পণ্য/পরিষেবা তথ্য অনুসন্ধান করা ছিল ই-মেইলিং বা তাৎক্ষণিক বার্তাপ্রেরণের পরে দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় অনলাইন কার্যকলাপ এবং পনেরো বছর বা তার বেশি বয়সী মার্কিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৭৭ শতাংশ অনলাইনে কেনাকাটা করতেন। ই-গ্রাহকরা অনলাইনে কেনার জন্য বিবেচনা করা পণ্য এবং পরিষেবাগুলি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তবে তাদের চূড়ান্ত কেনাকাটাগুলি অনলাইনে নাও হতে পারে। অনলাইনে কেনাকাটা করতে অনীহার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। ২০০৩ এবং ২০০৪ সালে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে ২৫ শতাংশ ই-কমার্স সাইট গ্রাহক পরিষেবা পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে ফোন নম্বর প্রদর্শন করে না; ৫৯ শতাংশ অনলাইন ক্রেতা সহজেই কোনও প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান না; এবং ৮৮ শতাংশ ক্রেতা চেকআউটে পৌঁছানোর আগেই তাদের অনলাইন শপিং কার্ট ছেড়ে চলে যান। বোস্টন-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইয়াঙ্কি গ্রুপ ইঙ্গিত দিয়েছে যে ২০০৩ সালের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত, ইট-পাথরের দোকান থেকে ই-কমার্স সাইটে কেনাকাটি করার গড় রূপান্তর হার ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। ই-গ্রাহকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ হল নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা, তারপরে মূল্য, ডেলিভারি খরচ, রিটার্ন নীতি, গ্রাহক পরিষেবা, সাইট ডিজাইন, নেভিগেশন, এক-ক্লিক শপিং এবং ব্যক্তিগতকরণ। ই-মার্কেটারদের গ্রাহকদের আশ্বস্ত করতে হবে যে তাদের সাইটগুলি ই-গ্রাহক তথ্য সুরক্ষিত করার জন্য সাইবার ক্রাইম-প্রুফ সিস্টেম ব্যবহার করে এবং তাদের সাইটে সুরক্ষা/গোপনীয়তা বিবৃতি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ছাড়, ই-কুপন, বিনামূল্যে ডেলিভারি এবং স্ট্যান্ডার্ড রিটার্ন নীতি প্রাথমিক অনলাইন কেনাকাটা এবং পুনরাবৃত্তি কেনাকাটা অনুপ্রাণিত করে। তবুও, একটি সাইটে নেভিগেট করার জন্য অনেক বেশি মাউস ক্লিকের প্রয়োজন, সহজে সহজলভ্য সাহায্যের অভাব, প্রযুক্তিগত অসুবিধা এবং পণ্য কেনার জন্য অত্যধিক গ্রাহক তথ্য অনুরোধের কারণে প্রায়শই ক্রেতারা চেকআউটে পৌঁছানোর আগেই তাদের অনলাইন শপিং কার্ট ছেড়ে চলে যান। ই-মার্কেটিং কৌশলগুলিকে পুল অ্যান্ড পুশ মার্কেটিং-এর জন্য ভেঙে ফেলা যেতে পারে। পুল মার্কেটিং হল একটি নিষ্ক্রিয় কৌশল যার মাধ্যমে অনলাইন ক্রেতারা ওয়েবে নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য অনুরোধ করে। সার্চ ইঞ্জিন, পণ্য/পরিষেবা বিজ্ঞাপন, ই-কুপন এবং ই-স্যাম্পেল পুল মার্কেটিংয়ের অংশ। উদাহরণস্বরূপ, ই-মার্কেটাররা তাদের ই-কমার্স সাইট, পণ্য এবং পরিষেবাগুলি গুগল এবং ইয়াহুর মতো সার্চ ইঞ্জিনে নিবন্ধন করতে পারে, যার ফলে অনলাইন ক্রেতারা গুগল বা ইয়াহু ব্যবহার করে পণ্য/পরিষেবা তথ্য অনুসন্ধান করতে এবং তাদের সাইটগুলিতে লিঙ্ক করতে সক্ষম হয়। একইভাবে, ই-মার্কেটাররা তাদের ই-কুপন এবং ই-স্যাম্পেলগুলি ecoupons.com এর মতো ই-কুপন সাইট এবং yes-its-free.com এর মতো ই-স্যাম্পেল সাইটগুলিতে নিবন্ধন করতে পারে। পুশ মার্কেটিং হল একটি সক্রিয় কৌশল যা ই-মার্কেটারদের তাদের পণ্য/পরিষেবার তথ্য ওয়েব ভিজিটর বা ক্রেতাদের কাছে তাদের অনুরোধ ছাড়াই পুশ করতে সক্ষম করে। ব্যানার বিজ্ঞাপন, পপ-আপ বিজ্ঞাপন, ই-মেইল প্রচার এবং স্প্যামিং পুশ মার্কেটিংয়ের আকৃতি। উদাহরণস্বরূপ, ই-মার্কেটাররা তাদের ব্যানার বা পপ-আপ বিজ্ঞাপনের জন্য আমেরিকা অনলাইন বা MSN এর মতো ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট স্থান ভাড়া নিতে পারে। অ্যানিমেটেড গ্রাফিক্স, আকর্ষণীয় বার্তা এবং লিঙ্ক ব্যবহার করে, ই-মার্কেটাররা তাদের সাইটে দর্শকদের তাদের পণ্য বা পরিষেবা কিনতে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। তবে, অনেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলিকে বিরক্তিকর বলে মনে করেন এবং এমন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করেন যা পপ-আপ এবং ব্যানার বিজ্ঞাপনগুলিকে ব্লক করে। ই-মার্কেটিংরা তাদের নিবন্ধিত গ্রাহকদের কাছে নতুন পণ্য/পরিষেবা তথ্য পাঠানোর জন্য ই-মেইল প্রচারণা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, বিমান সংস্থাগুলি পর্যায়ক্রমে তাদের নিবন্ধিত গ্রাহকদের তাদের ই-ভাড়া এবং প্রচারমূলক ছুটির প্যাকেজ সম্পর্কে ই-মেইল করে। স্প্যামিং বলতে এমন প্রাপকদের কাছে লক্ষ লক্ষ ই-মেইল প্রচারণা পাঠানো বোঝায় যারা কখনও তথ্য চাননি। এই প্রাপকদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি প্রায়শই অন্য ব্যবসার সাথে কেনা বা বিনিময় করা হয়। স্প্যামিং সার্বজনীনভাবে অনৈতিক এবং সবচেয়ে খারাপভাবে অবৈধ। ই-মার্কেটিংয়ের খরচ এবং সুবিধা – ই-মার্কেটিং ঐতিহ্যবাহী মার্কেটিংয়ের তুলনায় বেশি প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করতে পারে কারণ ই-মার্কেটিং খরচ কমায় কারণ ভৌত স্টোর স্পেস বজায় রাখতে হয় না এবং কৌশলগতভাবে সারা দেশে বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়ত, ইন্টারনেট উপলব্ধ থাকায়, ই-মার্কেটিং ক্রেতাদের পণ্য/পরিষেবা তথ্য অনুসন্ধান করতে এবং তাদের সুবিধামত পণ্য কিনতে সক্ষম করে, কেবল দোকান খোলা থাকা অবস্থায় নয়। তৃতীয়ত, গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে ইন্টারনেট-ভিত্তিক প্রচারের খরচ ঐতিহ্যবাহী প্রচারের এক-চতুর্থাংশ, কারণ এতে কাগজ, মুদ্রণ, হ্যান্ডলিং এবং মেইলিংয়ের খরচ হয় না। চতুর্থত, ই-মার্কেটিং ক্রেতাদের জুতা, পোশাক, কম্পিউটার এবং অটোমোবাইলের মতো পণ্যগুলি ওয়েবে কাস্টম-বিল্ড করতে সক্ষম করে, যা প্রায়শই দোকানে পাওয়া যায় না। ই-মার্কেটিংয়ে ব্যর্থতা এবং সাফল্য দেখিয়েছে যে যখন অনলাইনে পণ্য বিপণনের ফলে পণ্যের মূল্যের চেয়ে বিতরণ, সংরক্ষণ, বা শিপিং এবং হ্যান্ডলিং খরচ বেশি হয়, তখন একটি একচেটিয়া অনলাইন উদ্যোগের আয়ু কম হতে পারে। এছাড়াও, বিদেশী বাজারের জন্য ই-কমার্স সাইট ডিজাইন করার সময় ই-মার্কেটারদের সাংস্কৃতিক ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ই-মার্কেটারদের অবশ্যই অসংখ্য আইন মেনে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ই-মার্কেটাররা গ্রাহকদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য দায়ী; গ্রাহকদের অনুমতি ছাড়া, তারা অবৈধভাবে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্রাহকদের তথ্য ভাগ করে নেওয়ার বা বিক্রি করার অনুমতি পায় না। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অন্যান্য ব্যবসার ওয়েব তথ্য অনুলিপি করাও কপিরাইট আইন লঙ্ঘন।

শিক্ষকদের দ্রোণাচার্য পুরস্কার

অমিতাভ চক্রবর্তী - দ্রোণাচার্য সম্মান ২০২৫ পেলেন বরানগর রামেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এই সম্মানের জন্য খুশি গর্ব করেন প্রধান শিক্ষকের জন্য।

নিজস্ব প্রতিনিধি – ভারত চেম্বার অফ কমার্সের ১২৫ তম বর্ষ উদযাপনের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মুহূর্তে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, প্রেসিডেন্ট নরেশ পাচিসিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট রমেশ আগরওয়াল, এন জি খৈতান, এইচ এম বাঙ্গুর।

নিজস্ব প্রতিনিধি – বেঙ্গল ডার্টস একাডেমি ওয়েস্ট বেঙ্গল darts এসোসিয়েশন ও অল ইন্ডিয়া darts অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে চাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অমিত উকিল চাম্পিয়ান হন আর রানার্স হন বিশ্বজিৎ প্রামানিক।

উত্তরের বার্তা

বাংলার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রিচার প্রত্যাবর্তন উৎসব

প্রদীপ কুন্ডু – ইডেনে বিশ্বকাপ জয়ী রিচাকে সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বকাপ জয়ী খেলোয়াড় রিচা ঘোষকে সংবর্ধনা রাজ্য সরকারের। রিচার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের মঞ্চে রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় ঝুলন গোস্বামী–সহ বিশিষ্টজনেরা। নিজের শহরে ফিরলেন মহিলা বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম বাংলার গর্ব রিচা ঘোষ। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি রওনা হন সুভাষপল্লীর বাড়ির পথে। শহরজুড়ে তখন একটাই উন্মাদনা; রিচা আসছে ঘরে। রিচার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে উৎসবে মেতেছিল গোটা শিলিগুড়ি। বাঘাযতীন পার্কে বিকেলে তাঁর নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করেছে স্থানীয় প্রশাসন ও ক্রীড়া সংস্থা। শহরের বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল ও মহিলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও নিজেদের মতো করে রিচাকে অভিনন্দন জানায়। সুভাষপল্লীর তাঁর বাড়ি রঙিন আলো ও ব্যানারে সেজে উঠেছে। প্রতিবেশীদের মুখে মুখে উচ্ছ্বাস; আমাদের পাড়ার মেয়ে সারা দেশের গর্ব। শিশুরা হাতে ছোট পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, যেন এক বীরের স্বাগত জানাতে তারা। শিলিগুড়ির আকাশে তাই শুধু আলোর ঝলক নয়, গর্ব আর ভালোবাসার মিশ্র এক আবেগ। মেয়ে রিচা ঘোষের মত এক তরুণীর সাফল্যের গল্পকেও আরও মানবিক করে তোলে। রিচাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তারপর হুড খোলা গাড়িতে রিচাকে বসিয়ে শুরু হয় শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার ধারে মানুষের ঢল নামে। অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য শিলিগুড়িবাসী আবদার মেটালেন রিচা ঘোষ।

উত্তরবঙ্গে শীত পরতেই খেজুর রস সংগ্রহে ব্যস্ত গাছিরা

অরূপ মৈত্র – হিমেল হাওয়া ও হালকা কুয়াশায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এখন শীতের আমেজ চলছে শীত মৌসুম শুরুর সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ শুরু হয়েছে শীতের মধু– খেজুর রস আহরণ। এই রস আহরণে গাছিরা এখন যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ মৌসুমে আবহমান বাংলার খেজুর রস আহরণ, খেজুর গুড় আর নবান্নের উৎসব একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। আর খেজুর রসের পিঠা পায়েস বাংলার উপাদেয় খাদ্য তালিকায় এখনও জনপ্রিয়। গাছিরা জানান, বছরজুড়ে অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে থাকলেও শীতকালে চাষিদের কাছে খেজুর গাছের কদর বেড়ে যায়। কারণ এ গাছ থেকেই আহরিত হয় সুমিষ্ট রস। আর এই রস জ্বালিয়ে তৈরি করা হয় ঝোলা গুড়, দানা গুড় ও পাটালি তৈরি করা হয়। খেজুরের গুড় থেকে এক সময় বাদামি চিনিও তৈরি করা হতো। যার মৌতানো ঘ্রাণ ও স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। খেজুর গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– যত বেশি শীত পড়বে তত বেশি মিষ্টি রস দেবে। শীতের সকালে খেজুর রস পান শরীর ও মনে প্রশান্তি এনে দেয়। খেজুর রস আহরণ আর তার থেকে বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য তৈরি আবহমান বাংলার সংস্কৃতির অনুষঙ্গ। খেজুরের নলেন গুড় ছাড়া শীত মৌসুমের পিঠা খাওয়া জমেনা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কৃষকরা নতুন ধান সংগ্রহের পাশাপাশি খেজুর রস আহরণের প্রস্তুতি শুরু করেছে। এখন চলছে খেজুর গাছের ডগা চাঁছার কাজ। এরপর চাঁছা ডগায় বাঁশের তৈরি বিশেষ নল লাগিয়ে সংগ্রহ করা হবে ফোঁটায় ফোঁটায় রস। মাটির হাঁড়িতে খেজুর রস সংগ্রহ করা হয়। তবে আজকাল প্লাস্টিকের বোতলেও খেজুর রস আহরণ করে চাষিরা। শীতের পুরো মৌসুম জুড়ে চলবে রস, গুড়, পিঠা–পুলি, পায়েস খাওয়ার পালা তার কিছুদিন পর নতুন গুড়ের মিষ্টি গন্ধে ধীরে ধীরে আমোদিত হয়ে উঠবে গ্রাম–বাংলা।

মুঠোফোনে নয়, মাঠেই ভবিষ্যৎ গড়ছে ক্ষুদে ক্রিকেটারের

সেখম ভৌমিক – আজকের সমাজে যখন শিশুদের অধিকাংশ সময় কেটে যায় মোবাইল স্ক্রিনের সামনে, গেম, ভিডিও আর সোশ্যাল মিডিয়ার ভিড়ে; তখন এক বাবা নিজের সন্তানকে মাঠে নামিয়ে তৈরি করছেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি মালবাজারের ভীম মন্ডল, পেশায় ব্যবসায়ী, কিন্তু অন্তরে একজন নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়াপ্রেমী বাবা। ভীম মন্ডলের ছেলে প্রিয়জিত মন্ডল, বয়স মাত্র আট বছর। জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুলের ক্লাস থ্রি–র ছাত্র প্রিয়জিতের এখন থেকেই লক্ষ্য স্পষ্ট; বড় হয়ে ক্রিকেটার হবে, দেশের হয়ে খেলবে। তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি, আর ধোনির মতোই ধৈর্য, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসকে জীবনের মন্ত্র হিসেবে নিয়েছে ছোট্ট প্রিয়জিত। বিকেলে মালবাজারের সংঘশ্রী সমিতির মাঠে দেখা যায় এক অনন্য দৃশ্য; বাবা ছেলেকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ক্রিকেটের। হাতে ডিউস বল, চোখে একাগ্রতা, মুখে উৎসাহের ঝলক। প্রিয়জিতের প্রতিটি শট, প্রতিটি বলের পেছনে লুকিয়ে আছে ভীম মন্ডলের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম। শুধু স্থানীয় পর্যায়ে নয়, সপ্তাহে কয়েকদিন তিনি ছেলেকে নিয়ে যান জলপাইগুড়িতে পেশাদার ক্রিকেট প্রশিক্ষণের জন্য। ভীম মন্ডল বলেন, আমার ছেলে মোবাইলের পর্দার দিকে নয়, আকাশের দিকে তাকাক, স্বপ্ন দেখুক। আজকাল বাচ্চারা গেমে ডুবে যাচ্ছে, আমি চাই ওরা মাঠে নামুক, ঘাম ঝরাক, শিখুক জীবনের লড়াই। তাঁর স্ত্রী, যিনি পেশায় পুলিশ কর্মী, তিনিও এই উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছেন স্বামীর। পরিবারের পূর্ণ সমর্থনই প্রিয়জিতের শক্তি। স্থানীয়রা বলেন, ভীমবাবু আজকের প্রজন্মের জন্য উদাহরণ। যেখানে বাবা–মা সন্তানকে মোবাইল দিয়ে চুপ করিয়ে দেন, সেখানে তিনি মাঠে দাঁড়িয়ে ছেলেকে শেখাচ্ছেন জীবনযুদ্ধের প্রথম পাঠ। বনের মতোই বিশাল এই স্বপ্ন, ছোট শহরের মাঠ থেকে একদিন হয়তো দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে খেলবে প্রিয়জিত। কিন্তু এখনই সে প্রমাণ করছে, ইচ্ছা আর পরিশ্রম থাকলে স্বপ্ন কখনও দূরে নয়। ভীম মন্ডল যেন আজকের প্রজন্মের কাছে এক প্রেরণার প্রতীক; তিনি দেখিয়েছেন, সঠিক পথে চালনা করতে পারলেই বাবা–ই সন্তানের প্রথম কোচ, প্রথম বন্ধু আর প্রথম অনুপ্রেরণা। মালবাজারের মাঠে আজ গড়ে উঠছে নতুন এক ক্রিকেট রূপকথা ; যেখানে বাবা স্বপ্ন দেখছেন, আর ছেলে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে।

চাঁদ সওদাগরের ডিঙি মেলায় জনসমাগম

প্রদীপ কুন্ডু – তুফানগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণ প্রান্তে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষে প্রতিবছরের মতো এবছরও শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী চাঁদ সওদাগরের ডিঙি মেলা। তুফানগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে কৃষ্ণপুর বাজার এবং সেখান থেকে আরও প্রায় ৪ কিলোমিটার ভেতরে গিয়ে পড়বে এই ঐতিহ্যশিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাসের মিশেলে এই মেলা এখন পরিণত হয়েছে এক বিশেষ সামাজিক উৎসবে। স্থানীয়দের মতে, প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে এই ডিঙি মেলার আয়োজন হয়। এবছরও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ৫ ও ৬ নভেম্বর দুই দিন ধরে চলবে এই উৎসব। দুদিনের এই মেলাকে ঘিরে উৎসবের আমেজে মুখরিত হয়ে উঠেছে সীমান্তবর্তী সমগ্র কৃষ্ণপুর এলাকা। মেলায় বসেছে নানারকম দোকানপাট; মিষ্টি, খেলনা, লটারি, পোশাক, হস্তশিল্প থেকে শুরু করে গ্রামীণ খাবারের দোকান, নাগরদোলা ও বিনোদনের স্টল। চারদিকজুড়ে ঢাক–ঢোলের শব্দ, মাইকে লোকগানের সুর, আর মানুষের ঢল; সব মিলিয়ে এক অন্যরকম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সীমান্তের এই ছোট্ট গ্রামে। মেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুরো এলাকা জুড়ে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (BSF)–এর কড়া নজরদারি। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এত বড় জনসমাগমে যাতে কোনো ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বিএসএফ ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে পাহারায় রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ দাস বলেন, আগে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় ওপারের মানুষও এই মেলায় এসে অংশ নিতেন। সীমান্তের দুই পারের মানুষ তখন একসাথে উৎসব করত। কিন্তু এখন কাঁটাতারের বেড়া ও বিএসএফের নজরদারির কারণে ওপারের কেউ আর আসতে পারেন না। তবুও এই মেলা আমাদের ঐতিহ্য, তাই আজও হাজারো মানুষ ভিড় জমান। কথিত আছে, বহু বছর আগে এই মেলাস্থলের উপর দিয়ে একটি বিশাল নদী প্রবাহিত হত। ইতিহাস ও লোককথা অনুযায়ী, দক্ষিণ দেশীয় চম্পকনগরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যের কাজে এই নদীপথে যাত্রা করতেন। একদিন তাঁর বিশাল নৌকাটি এই নদীতেই ডুবে যায়। বহু বছর পর স্থানীয় চাষিরা সীমান্তের ভিতরে পড়েছে সাবেক সময় মাটির নিচ থেকে সেই নৌকার কাঠামোর কিছু অংশ উদ্ধার করেন। সেই নৌকাটিকে ঘিরেই গড়ে ওঠে আজকের চাঁদ সওদাগরের ডিঙি মেলা। মূলত সেই নৌকা বা 'ডিঙি' দেখতে প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে হাজারো মানুষ ভিড় জমান মেলায়। কারও কাছে এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতীক, কারও কাছে আবার ইতিহাসের অমূল্য নিদর্শন। মেলায় আসা এক প্রবীণ দর্শনার্থী বলেন, চাঁদ সওদাগরের নাম শুনে বড় হয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা বলতেন, তাঁর বাণিজ্য নৌকা এখানেই ডুবে গিয়েছিল। আজ সেই ইতিহাসের সাক্ষী এই মেলা। মেলাকে ঘিরে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও বেশ আশাবাদী। তাঁরা জানান, প্রতিবছর এই মেলায় ভালো বিক্রি হয়। আশপাশের গ্রামগুলির মানুষ ছাড়াও দূর অঞ্চল থেকেও ক্রেতারা আসেন। ফলে সীমান্ত এলাকার অর্থনীতিতেও এই মেলার প্রভাব পড়ে।

তুফানগঞ্জ শহরের মেইন রোড সম্প্রসারণের কাজের শিলান্যাস

প্রদীপ কুন্ডু – তুফানগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় যে মেইন রোডকে, সেই রাস্তাটির সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস হল বৃহস্পতিবার। শহরের ধলপল–চিলকিগুড়ি গামী রাজ্য সড়কের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার শিলান্যাস করেন কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর, ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন, পুর প্রশাসনের অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের খাঁসা মোড় থেকে পুরসভার শেষ সীমানা পর্যন্ত প্রায় ২.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তার উন্নয়ন হবে। রাস্তাটি ৪৫ ফুট চওড়া করা হবে এবং দু'ধারে থাকবে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থাসহ ডবি ড্রেন। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ কিছু জায়গায় ডিভাইডার নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে। পুরো প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৭ কোটি টাকা। এই রাস্তাকে তুফানগঞ্জের 'লাইফলাইন' বলে অভিহিত করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নৃপেন পন্ডিত বলেন, অত্যন্ত রাস্তাটির দু'পাশে রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অফিস, দোকানপাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। ফলে ব্যস্ত সময়ে প্রায়ই যানজটে ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষ। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় আমরা আশা করছি এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, তুফানগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল মেইন রোড সম্প্রসারণের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। পুরসভা কর্তৃপক্ষের দাবি, এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে শুধু যানজটের সমস্যা মিটবে না, বরং শহরের নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং নাগরিকদের যাতায়াতে আরও স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। তুফানগঞ্জের এই রাস্তাটি নবরূপে গড়ে উঠলে শহরের সামগ্রিক উন্নয়নেও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশাবাদী বাসিন্দারা।

দক্ষিণের বার্তা

নিজের গয়না বিক্রি করে অভুক্তদের মুখে ভাত কাটোয়ার গরিবের ভগবান কাজুলী বিশ্বাস

সুকান্ত বনিক চৌধুরী – পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় এক সাধারণ গৃহবধূ আজ হয়ে উঠেছেন মানবতার প্রতীক। তাঁর নাম কাজুলী বিশ্বাস। জীবনের অল্প সম্পদ, সীমিত সংসার, আর বড় এক মনের জোর, এই তিন নিয়েই তিনি রচনা করেছেন এমন এক অধ্যায়, যা এখন গোটা বাংলার মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে। সকালে নিজের হাতে রান্না করেন ভাত, ডাল, তরকারি। তারপর প্লাস্টিকের বালতি হাতে হাঁটতে হাঁটতে চলে যান কাটোয়া স্টেশন চত্বর, রেললাইনের ধারে বা রাস্তার পাশে, যেখানে অভুক্ত মানুষরা দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকে একবেলার খাবারের আশায়। এক থালা ভাত হাতে তুলে দেন তাঁরা, যাদের নেই ঘর, নেই চুলা, নেই থালা–বাটি। কখনও শিশুদের কোলে নিয়ে খাইয়ে দেন, কখনও বৃদ্ধদের পাশে বসে নিজের হাতে মুখে তুলে দেন ভাত। এই কাজ শুরু করেছিলেন প্রায় তিন বছর আগে, একেবারে নিজের থেকে। কোনো সংস্থা, কোনো সাহায্য, কোনো প্রচার ছাড়াই। শুরুটা ছিল তাঁর নিজের গয়না বিক্রি করে। কাজুলী নিজেই বলেন, আমি কোনো বড় সংগঠনের মানুষ নই। শুধু দেখেছি, কেউ না খেয়ে পড়ে আছে, আর আমি ঘরে ভাত খাচ্ছি, এটা সহ্য হয় না। তাই একদিন নিজের গলার হার বিক্রি করে খাবার রান্না করেছিলাম। সেদিন বুঝেছিলাম, মানুষকে খাওয়ানোর আনন্দই সবচেয়ে বড়। সেই এক দিনের উদ্যোগ আজ নিয়মিত রুটিনে পরিণত হয়েছে। এখন প্রায় প্রতিদিনই তিনি নিজের হাতে রান্না করে কয়েক ডজন মানুষের মুখে খাবার তুলে দেন। নিজের সংসারের খরচ সামলে, কখনো ধার করে, কখনো শখের জিনিস বিক্রি করে চালিয়ে যাচ্ছেন এই মানবিক কাজ। তাঁর স্বামী, এক সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। সংসারে এত খরচ, সেখানে আবার অন্যকে খাওয়ানো। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনিও বুঝতে পারেন, এই কাজই তাঁর স্ত্রীর জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। আজ তাঁরাই দু'জনে মিলে রান্না ও বিতরণের কাজ সামলান। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, প্রথমে সবাই ভাবত, কয়েকদিন পরই থেমে যাবে এই উদ্যোগ। কিন্তু কাজুলী বিশ্বাস থামেননি। বরং সময়ের সঙ্গে তাঁর উৎসর্গ বেড়েছে। গরমে, বৃষ্টিতে, শরীর খারাপ থাকলেও তিনি যান নিয়মমতো। তাঁর মুখে সবসময় একটাই কথা; ওরা তো আমার অপেক্ষা করে। আমি না গেলে ওরা খাবে কী? সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই নিঃস্বার্থ কাজ এখন ভাইরাল। ভিডিও ও ছবি দেখে দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য পাঠাতে চেয়েছেন, কিন্তু কাজুলী কখনও নিজের জন্য কিছু রাখেন না। সব কিছু ব্যয় করেন সেই মানুষগুলোর জন্য, যাদের মুখে তিনি হাসি দেখতে চান।

চায়ের ধোঁয়া পেরিয়ে গানের মঞ্চে বাঁকুড়ার বিশ্বজিতের অনুপ্রেরণার গল্প

বাসব সেন – গ্রামের সরু পথ ধরে এগোলে দেখা মেলে এক সাধারণ চায়ের দোকান। সেই দোকানের পেছনেই লুকিয়ে ছিল এক অসাধারণ গল্প; চায়ের ধোঁয়ার মতোই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়া এক তরুণের স্বপ্নের গল্প। বাঁকুড়ার ছিড়রা গ্রামের ছেলে বিশ্বজিৎ কর্মকার আজ হয়ে উঠেছেন বহু তরুণের প্রেরণার প্রতীক। পরিবারের ছোট্ট চা, চপের দোকানই ছিল জীবিকার একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেই দোকানের কড়ার ধোঁয়া পেরিয়েই বিশ্বজিতের কণ্ঠে জেগে উঠেছিল সুরের জাদু। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি ছিল তাঁর অদম্য ভালোবাসা। পড়াশোনার পাশাপাশি গানই ছিল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস। কলেজ জীবনে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রথমবার মঞ্চে উঠে নিজের প্রতিভার ঝলক দেখান তিনি। বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করলেও স্বপ্ন দেখা থামাননি কখনও। সংসারের দারিদ্র ও অভাবের লড়াই একসঙ্গে চালিয়ে গেছেন সমান তালে। দিনের বেলা চায়ের দোকানে কাজ, আর রাতে গান; এইভাবেই গড়ে উঠেছিল তাঁর শিল্পীর জীবন। সেই অধ্যবসায়েই একদিন তাঁকে পৌঁছে দেয় বড় মঞ্চে। জি বাংলার জনপ্রিয় সা রে গা মা পা, এর মঞ্চে জিৎ গাঙ্গুলির মতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের কণ্ঠে ছড়িয়ে দেন আবেগ ও প্রতিভার মিশেল। দর্শক, বিচারক সবার মন জয় করেন বাঁকুড়ার এই সাধারণ ঘরের ছেলে। আজ বিশ্বজিৎ শুধু গায়ক নন, অভিনেতাও। জি বাংলার পর্দায় এখন নিয়মিত দেখা যাচ্ছে তাঁকে। নিজের শিল্পীসত্তাকে নতুনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন দর্শকের মনে। বিশ্বজিতের জীবনের গল্প যেন এক অনুপ্রেরণার বার্তা; স্বপ্নের পথে যদি সাহস নিয়ে হাঁটা যায়, তবে চায়ের দোকানের ধোঁয়াও একদিন আলো হয়ে জ্বলে ওঠে।

উত্তরবঙ্গের দুর্যোগে এক লক্ষ টাকা দান প্রাক্তন শিক্ষিকার

শিবিএনবি – মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ টাকা দান ৮৬ বছরের প্রীতিকণা মজুমদারের বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যানের হাতে চেক তুলে দিলেন ৮৬ বছর বয়সি প্রীতিকণা মজুমদার দিন কয়েক আগেই ভয়াবহ দুর্যোগ হয়েছে উত্তরবঙ্গে। ভেসে গিয়েছে ঘরবাড়ি। সব কিছু হারিয়ে রাস্তায় বসতে হয় বাসিন্দাদের। এই বাসিন্দাদের সাহায্যে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এক লক্ষ টাকা দান করলেন এক প্রাক্তন শিক্ষিকা। ৪ নভেম্বর এই অর্থ তিনি চেক তুলে দিলেন হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগীর হাতে যিনি এই সাহায্য করেছেন তাঁর নাম প্রীতিকণা মজুমদার। ৮৬ বছরের প্রীতিকণা মজুমদার বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবপুর প্রাইমারি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা। ২৩ বছর চাকরি। তারপর অবসর। নিঃসন্তান এই বৃদ্ধা একাই থাকেন। এখন কানে কম শোনেন তিনি। বয়সের ভারে শরীর ভেঙে পড়েছে। তবুও টেলিভিশনের পর্দায় উত্তরবঙ্গের দুর্যোগের খবর দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। খবরে সব হারানো মানুষের কষ্ট দেখেছেন তিনি। সেই সঙ্গেই দেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী ভাবে সেই সব মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। শুনেছেন তাঁদের সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের কথাও। তার পরেই তাঁদের সাহায্যের জন্য অর্থ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এখন যা পেনশন পান তাই দিয়েই নিজের সমস্ত খরচ চালান এই প্রাক্তন শিক্ষিকা। সেই পেনশনের টাকা থেকে নিজের খরচ বাঁচিয়ে তিনি এক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। প্রীতিকণা মজুমদার বলেন, 'আমি কোনও রাজনীতি বুঝি না। দেশ এবং দশের জন্য কাজই আসল কাজ।' এক সময়ে তিনি থাকতেন অধুনা বাংলাদেশে। সেখানে একটি হাইস্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন ছিলেন তিনি। পরে চলে আসেন এই দেশে। থাকতে শুরু করেন বাঁশবেড়িয়ায়। বাসুদেবপুর প্রাইমারি স্কুলে ২৩ বছর চাকরি করেছেন তিনি যে ভাবে এই বৃদ্ধা তাঁর পেনশনের টাকা থেকে এই সাহায্য করেছেন তাতে আপ্লুত বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান। বাসুদেবপুরে প্রাথমিক স্কুলে ২৩ বছর চাকরি। স্বামী নেই, নিঃসন্তান বৃদ্ধা একাই থাকেন। পেনশনের টাকা থেকে নিজের খরচ বাঁচিয়ে এক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। বৃদ্ধা বলেন, আমি কোনো রাজনীতি বুঝি না শুধু মানুষের কাজ করতে ভালো কথা বলি।

কবি দত্তের উদ্যোগে নবজাগরণের পথে

সনৎ কুমার ব্যানার্জি – শিল্প, সংস্কৃতি ও মানবিকতার মেলবন্ধনে নব উদ্দীপনায় এগিয়ে চলেছে দুর্গাপুর। একসময়ের ঐতিহ্যবাহী শিল্পশহর, যেখানে একদা অসংখ্য কারখানার ধোঁয়া ছিল অগ্রগতির প্রতীক, আজ সেই শহর যেন উন্নয়নের পথে নব সূর্যোদয় দেখছে। আর এই নবজাগরণের অন্যতম স্থপতি ; দুর্গাপুরের ভূমিপুত্র, সমাজসেবক, সাহিত্যপ্রেমী ও আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান কবি দত্ত, যিনি সকলের প্রিয় বাপ্পা নামেই পরিচিত। বিগত কয়েক বছর ধরে কবি দত্ত শহরের সামগ্রিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন একনিষ্ঠভাবে। তাঁর তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুরে বাস্তবায়িত হয়েছে একাধিক সরকারি ও আধা-সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প ; রাস্তাঘাট সংস্কার থেকে শুরু করে স্কুল ও হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিসরে নতুন প্রাণসঞ্চার ; সর্বত্রই ছাপ ফেলেছে তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও নেতৃত্বগুণ। বিগত কয়েক বছর ধরে কবি দত্ত শহরের সামগ্রিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন একনিষ্ঠভাবে। তাঁর তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুরে বাস্তবায়িত হয়েছে একাধিক সরকারি ও আধা-সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প।

মানবতার আলোয় আলোকিত দুর্গাপুর

সুকান্ত বণিক চৌধুরী – পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রাণকেন্দ্র দুর্গাপুর আজ এক নতুন আলোর স্রোতে আলোকিত ; যেখানে মানবতার মশাল হাতে সমাজের অন্ধকারে আলো ছড়িয়ে চলেছেন এক নিরলস সমাজসেবী, বিবেকানন্দ সিংহ রায়। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি নিঃস্বার্থভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, যেন সত্যিই তাঁর জীবনের মন্ত্র ; জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। বিবেকানন্দ বাবুর জীবনের মূল দর্শনই হলো ইতিবাচক চিন্তাধারার বিকাশ ও সমাজকে সৎ পথে গঠন করা। ব্যক্তিগত লাভের চিন্তা ছেড়ে তিনি একান্ত নিষ্ঠা, সততা ও মানবিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কাজ করে চলেছেন সমাজের অবহেলিত, শোষিত ও দরিদ্র মানুষদের জন্য। দরিদ্র কন্যার বিবাহে সহযোগিতা থেকে শুরু করে, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা সহায়তা, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা কিংবা স্থানীয় খেলাধুলার উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা; প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর হাত বাড়িয়ে দেওয়া, তাঁর হৃদয়ের উদারতা শহরজুড়ে প্রশংসিত।

দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে নতুন ইতিহাস

সনৎ কুমার ব্যানার্জি – দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে ঘটল এক ঐতিহাসিক পালাবদল। বিশিষ্ট আইনজীবী সঞ্জীব কুণ্ডু বিপুল ভোটে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দেবব্রত সাহি-কে পরাজিত করে দখল করলেন সভাপতির আসন। শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী সঞ্জীববাবু নির্বাচনের আগেই বলেছিলেন; অন্যায়ের অন্ত হবে, অহংকারের পতন হবে। শুক্রবার ভোট গণনার ফলাফলে দেখা গেল, তাঁর সেই কথাই আজ বাস্তবে রূপ নিল। এই নির্বাচনে মোট ৮০৭ জন আইনজীবী তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ২৩ দফা গণনার শেষে দেখা যায়, সঞ্জীব কুণ্ডু একাই পেয়েছেন ৩১২টি ভোট, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেবব্রত সাহি পেয়েছেন ২০৫ ভোট। এই বিপুল ব্যবধানই জানিয়ে দিল, দুর্গাপুরের আইনজীবী সমাজ এবার নতুন নেতৃত্বের উপরেই আস্থা রেখেছে। জয়ের পর উচ্ছ্বাসে ভরপুর হলেও সঞ্জীব কুণ্ডুর কণ্ঠে ছিল নম্রতা। তিনি বলেন; আমি জানতাম অহংকারের পতন হবেই। আজ সেই পতন আমি চোখে দেখলাম। আগামী দিনে আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমার প্রথম কাজ হবে নারী আইনজীবীদের নিরাপত্তা ও সম্মানের পরিবেশ তৈরি করা। তিনি আরও বলেন; এই জয় কেবল আমার নয়, আমাদের সকলের। যাঁরা আমার পাশে ছিলেন, যাঁরা ছিলেন না, সকলের সহযোগিতাতেই আমি এগিয়ে যেতে চাই। সমর্থক ও সহকর্মীদের মুখে একটাই স্লোগান; অহংকারের পতনে ন্যায়ের জয়, জয় সঞ্জীব কুণ্ডু! আইনজীবী মহলের একাংশের মতে, এই জয় কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং একটি মানসিক বিপ্লব। দীর্ঘদিন ধরে অ্যাসোসিয়েশনের ভেতরে যে বিভাজন ও ক্ষমতার টানাপোড়েন চলছিল, তা ভেঙে দিয়ে সঞ্জীব কুণ্ডুর নেতৃত্বে শুরু হতে চলেছে সহযোগিতা, ঐক্য ও ন্যায়বোধের এক নতুন অধ্যায়।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার স্টেশনের পরিধি বৃদ্ধি

স্বপন ঘোষ – চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার স্টেশনের পরিধি বৃদ্ধি। সাইবার পুলিশ স্টেশনটি চুঁচুড়া পুলিশ লাইনের সিপি অফিস প্রাঙ্গণে আরও প্রশস্ত আবাসনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এতদিন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানা চুঁচুড়া পুলিশ লাইনের একটি জরাজীর্ণ দুই কক্ষের আবাসস্থল থেকে পরিচালিত হত। নতুন সাইবার ক্রাইম থানাটি এলাকার নাগরিকদের জন্য আরামদায়ক হবে যারা সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে আসেন। এটি অফিসারদের কর্মস্থলের জন্য জায়গার পাশাপাশি রেকর্ড, জব্দ করা জিনিসপত্র আর লাবরিক ডেস্ক রাখার জন্য কক্ষ প্রদান করে। নতুন সাইবার ক্রাইম থানাটির উদ্বোধন করেন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি।

'অসাধারণ সাধারণ' মানুষদের পাড়া শক্তি গুণি শক্তি সম্মান

পিবিএনবি – সমাজের অলক্ষ্যে, আলো থেকে অনেক দূরে থেকেও যাঁরা নিরলসভাবে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন; সেই সব 'অসাধারণ সাধারণ' মানুষদের সম্মান জানাতে এক মানবিক ও অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে পজিটিভ বার্তা। শান্তিনিকেতন প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় বোলপুরের প্রেস ময়দানে আয়োজিত এক আবেগঘন অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাবের মনোনীত ১১ জন সমাজসেবীকে তুলে দেওয়া হয় পাড়া শক্তি , গুণী শক্তি সম্মান। এই সম্মাননা প্রাপকেরা কেউ পেশায় শিক্ষক, কেউ সমাজকর্মী, কেউ পরিবেশরক্ষায় নিবেদিত, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই একটাই অভিন্ন সত্তা। মানুষের পাশে থাকার অটুট মানসিক টান। না আছে গৌরবের লোভ, না আছে প্রচারের মোহ; আছে শুধু নিঃস্বার্থ মানবসেবার আকাঙ্ক্ষা। উল্লেখযোগ্য ভাবে এদিনের সম্মাননাপ্রাপকদের মধ্যে প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমাজের প্রতি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শ্যামল মাজি: পেশায় গৃহশিক্ষক, নেশায় সমাজসেবী। দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিজে তুলে নিয়েছেন। করোনা সময়ে অন্ধকার রাতে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন দরিদ্র পরিবারে, এবং আজও নিঃস্বার্থভাবে ছুটেই চলেন বহু মানুষের দিকে। শরৎ মণ্ডল রাস্তার পাশে ছোট্ট হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি তিন দশক ধরে নিঃস্বার্থভাবে কয়েক হাজার মৃতদেহের সৎকারে যুক্ত। অজয়নদ, সতীঘাট, কঙ্কালীতলা, যেখানেই প্রয়াত মানুষের শেষকৃত্যের প্রয়োজন, তিনি সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে উপস্থিত থেকেছেন, বিনা প্রতিদানের আশায়। শুভাশীষ বাগরাই: সমাজসেবক ও সংস্কৃতিপ্রেমী। জয়রথ স্মৃতি সংঘ-এর সম্পাদক হিসেবে রক্তদান, থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলা খেলার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। বিমলা রায় চৌধুরী: পেশায় ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু রক্তদান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, ক্যান্সার রোগীদের জন্য চুল দান, বন্যাত্রাণ, দুঃস্থদের বস্ত্র ও শীতবস্ত্র বিতরণ, পথ পশুর সেবা ও বৃক্ষরোপণ, সমাজকল্যাণে এক বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। সুস্মিতা হাজরা: তিন দশক ধরে গ্রামের কচিকাঁচাদের নাচ-গানের মাধ্যমে সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত করে চলেছেন। কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই নিজের সময়, সুর ও ভালোবাসা বিলিয়ে দিচ্ছেন আগামী প্রজন্মকে। মিলন শেখ: শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম (প্রতিবন্ধী) হয়েও আজ এমএ পাস করে গৃহশিক্ষক। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়ে চলেছেন; এক অনুপ্রেরণার প্রতীক। রিক্তি খাতুন: অসহায় ও পথবাসীদের পাশে থাকার অদম্য মানসিকতা। নিজের পুরনো গাড়ি বিক্রি করে সেই টাকায় অসহায়দের খাওয়ানোর নজির গড়েছেন। সমাজসেবায় এই নিবেদন তাঁকে আলাদা করে তুলেছে। সুমিত রায়মুখি: দীর্ঘ ১২ বছর ধরে শহরের একজন সেরা সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করছেন। জননিরাপত্তা ও মানবিক সহায়তায় তাঁর অবদান প্রশংসনীয়। সুনীল সিংহ: ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ও রেলময়দান মন্দির কমিটির মুখ্য সংগঠকের বাইরেও তিনি অনেক বেশী সমাজসেবার প্রতি আজীবন নিবেদিত, স্থানীয় উন্নয়নের এক নীরব যোদ্ধা। সুব্রত ভকত: সমাজকল্যাণমূলক নানা কাজে যুক্ত। নিষ্ঠা ও সততার পরিচয়ে সকলের আস্থা অর্জন করেছেন। রীতা দত্ত: বোলপুর পৌরসভার অস্থায়ী কর্মী হয়েও সমাজসেবায় যুক্ত। পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে মানবিক সহায়তা , সব ক্ষেত্রেই তাঁর কর্মনিষ্ঠা প্রশংসনীয়। এদিন সকলের হাতে সম্মাননা তুলে দেন পজিটিভ বার্তার প্রতিষ্ঠাতা মলয় পীট মহাশয়। আমরা জানি গণমাধ্যমের ভূমিকা শুধু খবর প্রচারে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলারও। সেই অর্থে, শান্তিনিকেতন প্রেস ক্লাব ও পজিটিভ বার্তা-র যৌথ উদ্যোগ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই সম্মান প্রদানের মাধ্যমে শুধু কাজের স্বীকৃতি নয়, সমাজে এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মানবতার ইতিবাচক আলো যত ছড়াবে, সমাজ তত উজ্জ্বল হবে। পজিটিভ বার্তার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের পাঁচ হাজার 'অসাধারণ সাধারণ' মানুষকে সম্মানিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁদের অনুপ্রেরণার আলো আরও বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। পজিটিভ বার্তার লক্ষ্য, আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের পাঁচ হাজার 'অসাধারণ সাধারণ' মানুষকে সম্মানিত করে তাদের আলোর দীপ্তি আরও বিস্তৃত করা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাড়া শক্তি , গুণী শক্তি সম্মানন সেই সব নীরব আলোকবর্তিকাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাঁরা কোনো প্রত্যাশা বা গৌরবের মঞ্চের আকাঙ্ক্ষা না করে, শুধু মানবতার টানেই এগিয়ে আসেন। এই সম্মাননা সেই সব মানুষের, যাঁরা নিঃশব্দে অন্যের কল্যাণের পথে নিজেদের সমর্পিত করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের সেতু বেঁধে দিচ্ছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে পজিটিভ বার্তার প্রতিষ্ঠাতা মলয় পীট আরও এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন ,শান্তিনিকেতন ই-হাটের প্রকল্প। গ্রামীণ শিল্প, সংস্কৃতি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই ই-হাট আনতে চলেছে এক নতুন অর্থনৈতিক দিগন্ত। বোলপুর গ্রামের কারিগরদের দক্ষতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রচারশক্তিকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে এক অভিনব সৃজনশীল সহযোগিতার সূচনা করতে চলেছে এই প্রকল্প। ৯ নভেম্বর ২০২৫ শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে এই ই-হাট-এর শুভ উদ্বোধন হল। 'পজিটিভ বার্তা'-র ধারাবাহিক ইতিবাচক ও ছোট ছোট মানবিক পদক্ষেপ সমাজে বড় পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে চলেছে। বাংলা ও ত্রিপুরার কেবল যুবক যুবতীদের রুটি রুজির ব্যবস্থা করতেই শান্তিনিকেতন ই হাটের শুভ সূচনা করলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পীট।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে দক্ষিণ ভারতের চিকিৎসকদের পরিষেবা

পিবিএনবি – বেঙ্গালুরু, কর্ণাটকের প্রখ্যাত ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন ডাঃ নাগরাজ পুত্তস্বামী ও ডাঃ পুষ্পা – শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ত্রিপুরার আগরতলায় অবস্থিত ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসতে চলেছেন। তার এই সফরের উদ্দেশ্য কেবল হাসপাতালের চিকিৎসা-পরিকাঠামো ও সার্জিক্যাল ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা নয়, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্নত শল্য-চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। তার পরিদর্শনের সময় তিনি হাসপাতালের কার্যপ্রণালী ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি, তিনি রোগী দেখা এবং যেসব রোগীর ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির প্রয়োজন রয়েছে, তাদের অস্ত্রোপচারও নিজেরাই করবেন। ডাঃ পুত্তস্বামী জানিয়েছেন, যেসব রোগীর পিত্তথলি (Ga■bladder) সংক্রান্ত সমস্যা, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, হার্নিয়া, হায়াটাস হার্নিয়া, প্লীহার (Sp■een) জটিলতা, যকৃত (Liver) সমস্যা ও অন্ত্রের (■ntestinal) অসুবিধা রয়েছে, তারা সহজেই তার কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। তিনি অনুরোধ করা হয়েছে, স্থানীয়ভাবে বোলপুর ও আগরতলার শান্তিনিকেতন কলেজ ও হাসপাতালে প্রাথমিক পরীক্ষা করে নিতে যাতে প্রয়োজনে দ্রুত অপারেশনের ব্যবস্থা করা যায়। ডাঃ পুত্তস্বামী বলেন যে আধুনিক ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই ধরনের অধিকাংশে জটিল সমস্যার সফল সমাধান সম্ভব। তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের চিকিৎসা করতে পারলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব। এদিকে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সহযোগিতায় সম্প্রতি বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। যাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এবিষয়ে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পীট জানান, আদিবাসী মানুষরা যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসা পায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জমজমাট আসর

শিলিগুড়ি – ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শুভারম্ভ। এ বছরের ফোকাস কান্ট্রি স্পেন। উৎসবে বিশেষ অতিথি রমেশ সিপ্পি, শত্রুঘ্ন সিনহা, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, কোয়েল মল্লিক-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে বিশেষ নৃত্য পরিবেশন শিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের। ৩১ তম চলচ্চিত্র উৎসবে বঙ্গবিভূষণে সম্মানিত আরতী মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমরা আরতি দিকে কোনদিনও কোন সম্মাননা জানাতে পারিনি। তাই আজকের আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমি আরতি দিকে বললাম, আপনি হয়তো অনেক পুরস্কার জীবনে পেয়েছেন, কিন্তু মাটির কাছ থেকে পাওয়া পুরস্কার সব সময় খুব অন্যরকম হয়। এ কারণেই আজকে পশ্চিমবাংলার সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবিভূষণ ওনার হাতে আমরা তুলে দিলাম। উনি যে আনন্দের সঙ্গে সেটা গ্রহণ করেছেন তাই আমি খুশি। চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে গায়িকা আরতি মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, তুমি যে কাজ করো, আমার খুব ভালো লাগে। তুমি বাংলা গানের উন্নতির জন্য যা করেছো, তা অসাধারণ। কারও কিছু সমস্যা হলে তুমি ছুটে যাও। এরকম কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিনি, যিনি গায়ক-গায়িকাদের এত সাহায্য করেন। আমাদের সকলের ভাবা উচিত, মমতা যা করেছে, তার জন্যে মমতাকে মনে রাখা উচিত। আমি যখন তোমার হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছি, আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তুমি ভালো থেকো।

ভারতীয় ফুটবল দলে রায়ান ও অবনীতের প্রবেশ

সৌমব্রত চৌধুরী – বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগামী ১৮ ই নভেম্বর এএফসি এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ারে খেলতে নামছে ভারতীয় ফুটবল দল। তার আগে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হওয়া দলের ক্যাম্পে রায়ান উইলিয়ামস ও অবনীত ভারতী এর অন্তর্ভুক্তি এর ঘোষণা চমক জাগিয়েছে দর্শক থেকে ফুটবল সমালোচক সবার মধ্যেই। রায়ান জন্মসূত্রে অস্ট্রেলিয়া নিবাসী হলেও তার মা অ্যান্ড্রু এর শিকড় জড়িয়ে আছে মুম্বাই এর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের সাথে। ইংল্যান্ড এর ফুলহ্যাম ও পোর্টসমাউথ এর হয়ে খেলা রায়ান ২০২৩ বেঙ্গালুরু এফসি এর হয়ে আইএসএল খেলার সময় থেকেই ভারতীয় দলের হয়ে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন রায়ান। ৩১ বছর বয়সী রায়ান প্রধানত উইঙ্গার হিসেবে আক্রমণাত্মক ফুটবলের জন্য পরিচিত, সুনীল ছেত্রী র অবর্তমানে বিক্রম নাগিরি এর সাথে আক্রমণভাগে রায়ান এর অন্তর্ভুক্তি খুব ই উল্লেখযোগ্য। যদিও তার ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া নিয়ে কিছু জটিলতা এখনও রয়েছে তবে শীঘ্রই এর সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এর সভাপতি কল্যাণ চৌবে। আরাধ্য ইস্কুমি এর পর রায়ান হতে চলেছেন দ্বিতীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার যিনি ব্লু টাইগার্স দের জার্সি গায়ে দেবেন। রায়ান এর সাথে সাথে ডিফেন্ডার অবনীত ভারতী ও বাংলাদেশের বিপক্ষে হওয়া ম্যাচ এর আগে যোগ দিয়েছেন দলের সাথে। অবনীত এর জন্ম ভারতে হলেও তিনি খেলেছেন সিঙ্গাপুর, আর্জেন্টিনা, চেক প্রজাতন্ত্র সহ আরও অন্যান্য দেশের ফুটবল লীগে। বর্তমানে তিনি বলিভিয়ার প্রথম ডিভিশন এ খেলেন। আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অবনীত সন্দেশ ঝিঙ্গান ও আনোয়ার আলীর সাথে দলের রক্ষণকে আরও মজবুত করবে বলে মনে করছেন অনেকে। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়েছেন, আমরা এই নুতন ফুটবলার কে নিয়ে অনেক আশাবাদী তবে এখন ই তাদের দলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কিছু বলতে চাই না যদি তারা ক্যাম্পে ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেন তবেই তাদের নিয়ে পরবর্তীতে কিছু ভাবা হবে। গত ১৪ ই অক্টোবর ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে এএফসি এশিয়ান কাপ এর মূলপর্বে এর যোগ্যতা অর্জন থেকে ছিটকে গিয়েছে ভারত। তার পরেই এই পদক্ষেপ কে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। যেখানে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগে বারবার বিদ্ধ হয়েছেন কল্যাণ চৌবে সেখান থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলা নুতন ফুটবলার কে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলতে দেখার স্বপ্ন কে বাস্তবে রূপান্তরিত করার অন্যতম কারিগর হয়ে অনেক টাই স্বস্তি বোধ করছেন তিনি। ভারত আগামী ১৮ ই নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে চলেছে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার এর ম্যাচ। কোচ খালিদ জামিলের সামনে চ্যালেঞ্জ নতুনভাবে দলকে গড়ে তোলা পরবর্তী দিনের জন্য।

পজিটিভ বার্তা
পত্রিকায়
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
9830576384
9830006446
7479001746

ইয়ুক ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক ক্রীড়া প্রেমী সংগঠন বৃক্ষরোপণের সংকল্পে আমাদের সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ফোন –
8240471241/9830576384/9531790726

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা

রাজ্যের বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে হাসপাতালে চালু হয়েছে ন্যূনতম খরচে ফুল বডি চেকআপের বিশেষ পরিষেবা, আর শুরু হওয়ার পর থেকেই এই উদ্যোগ রাজ্যবাসীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যেই চিকিৎসা পরিষেবার মান, রোগী পরিচর্যা ও সুলভ খরচে উন্নত চিকিৎসার জন্য সুনাম অর্জন করেছে। এবার নতুন সংযোজন হিসাবে ফুল বডি চেকআপ প্যাকেজ হাসপাতালের জনপ্রিয়তা আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। ফুল বডি চেকআপে অন্তর্ভুক্ত পরীক্ষাসমূহ : এই বিশেষ প্যাকেজের আওতায় রোগীরা খুব কম খরচে নিচের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি করাতে পারবেন, রক্ত পরীক্ষা (CBC, ব্লাড সুগার, কোলেস্টেরল প্রোফাইল) লিভার ফাংশন টেস্ট (LFT), কিডনি ফাংশন টেস্ট (KFT) থাইরয়েড প্রোফাইল, হার্ট ইসিজি (ECG), ব্লাড প্রেসার ও BMI চেকআপ, ইউরিন অ্যানালাইসিস, এক্স-রে ও আল্ট্রাসাউন্ড (প্রয়োজনে), চক্ষু ও ডেন্টাল চেকআপ, ডাক্তারি পরামর্শ ও রিপোর্ট বিশ্লেষণ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন হাসপাতালে। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মতে, এত কম খরচে এত উচ্চমানের পরিষেবা সত্যিই প্রশংসনীয়।

Publisher : Malay Pit, Published By : Positive Barta, Head Office : 140, Motor Stand Road, Opposite to Hotel Omkar, Agartala, West Tripura – 799001,
City Office : FE-19, FE Block, Sector-III, Salt Lake City, India, West Bengal, 700106, Editor : Samarjit Chakraborty
Printed at : Namita Purkayastha Nandi, MUDRAN PRESS, Ramnagar Road – 4, West Tripura, Tripura – 799002
প্রকাশক : মলয় পীট, প্রকাশনা – পজিটিভ বার্তা, হেড অফিস – ১৪০, মোটর স্ট্যান্ড রোড, হোটেল ওমকারের বিপরীতে, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন – ৭৯৯০০১,
সিটি অফিস – এফ ই – ১৯, এফ ই ব্লক, সেক্টর – ৩, সল্টলেক সিটি, ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৬ সম্পাদক – সমরজিৎ চক্রবর্তী
মুদ্রণ : নমিতা পুরকায়স্থ নন্দী, মুদ্রণ প্রেস, রামনগর রোড – ৪, ওয়েস্ট ত্রিপুরা, ত্রিপুরা – ৭৯৯০০২